গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৭

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৮

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হতে দেশের জনসাধারণের জানমাল রক্ষা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গনরোধ, নদী ড্রেজিং, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূমি পুনঃরুদ্ধারের কাজ করছে। গত৩ (তিন) বছরে বাপাউবো ৬৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় ২১৮.২২ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ২৮৭.০৯ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ২১৭১.৮৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৫৫৭টি হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্রাকচার নির্মাণ, ৪৪৮.৮৫ কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন, ৬৩৭.৬৩ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং ১৫৩৬.২১ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ১৬টি ক্লোজার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এর ফলে ০.২৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ১.৯৬ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্তকরণসহ দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ০.৪০ লক্ষ হেক্টর আবাদী জমি লবণাক্ততা হতে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও গত ৩ (তিন) বছরে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ৪২০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

নদী মাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা। শুষ্ক মৌসুমে নদী অববাহিকাসমূহের উজানে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। আবার প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের নদীতে পলি জমার কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে নদী তীরে ভাঙ্গন এবং বন্যা দেখা দেয়। অন্যান্য সেক্টরে সারা বছর কাজ করার সুযোগ থাকলেও পানি সম্পদ সেক্টরে নভেম্বর-এপ্রিল অর্থাৎ অর্থ-বছরের মাত্র ৬ (ছয়) মাস কাজ সম্পাদনের জন্য সুযোগ থাকে। এই অতি সীমিত সময়কালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পাহাড়ী ঢল বা স্থানীয় অনাকাঙ্খিত সামাজিক সমস্যা উত্তরণ করে গুণগতমান সম্পন্ন টেকসই ভৌতকাজ বাস্তবায়ন এ সেক্টরের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। SDGs এর ৩টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লীড, ১টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনে সরকার "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে শতবর্ষী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মহাপরিকল্পনাটির প্রায় ৮০% বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অর্পিত এবং সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলার প্রত্যেক উপজেলায় এবং সকল সিটি কর্পোরেশন ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নদী সিস্টেমভিত্তিক ড্রেজিং এর জন্য বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর প্রভৃতি মাঝারি নদীসমূহ ড্রেজিং এর জন্য প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলী ও সাঙ্গু-মাতামুহুরী-এই ৫টি নদী সিস্টেমের বেসিনভিত্তিক সমীক্ষা সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বড় নদীসমূহ চ্যানেলাইজেশন এবং সমুদ্র উপকূলে ভূমি পুনরুদ্ধারে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহ পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ করা হচ্ছে। বাঁধ ও খালের নিকটবর্তী জায়গায় বনায়ন করার প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৪৭ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৪৬ কিঃমিঃ বাঁধ পুনর্নির্মাণ, ৬১৭ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ৫৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও ১৭টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং ৯৪ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ।
- ১৬৯ কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন এবং ৪২টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও ৯৩টি সেচ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ।
- ১৪১ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ মেরামত/ উচুঁকরণ ও ২০ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ এবং হাওর এলাকায় ৩৭০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ।